দৈনিক সংবাদ

সংবাদ

ঢাকা : মঙ্গলবার, ১৫ই আষাঢ়, ১৩৯৪

ক্যাম্পাসে অস্ত্রের রাজনীতির উৎস

দু'টি ছাত্র সংগঠন পুনরায় সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে গত শুক্রবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল। দু'তিন দিনে পরিস্থিতির উন্নতি হলেও যে-কোন মুহূর্তে আবার তার পুনরাবৃত্তি হবে না সে কথা কেউ জোর দিয়ে বলতে পারেন না। এই দু'টি ছাত্র সংগঠনই কিঞ্চিদধিক পক্ষকাল আগে মুহসীন হলের সীট বরাদ্দ নিয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল। তখন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং ২২টি ছাত্র সংগঠনের চাপে অবস্থার উন্নতি হয়। ১০ই জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পরিবেশ পরিষদ গঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্ত্রমুক্ত করার জন্য শিক্ষক, ছাত্র, কর্মচারীদের নিয়ে গঠিত এই পরিষদে সকল দল ও মতের ছাত্ররা রয়েছে।

কিন্তু তারপর একই ধরনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এবার সংঘর্ষ ও সন্ত্রাস আরও তীব্রতর হয়ে দেখা দেয়। শিক্ষা পরিবেশ রক্ষায় প্রতিশ্রুত ছাত্রদের একাংশ যদি নিজেদের উদ্যোগে গঠিত পরিষদের আদর্শ ও সিদ্ধান্ত না মানে, তবে অন্যকে সেই সিদ্ধান্ত ও আদর্শে অনুপ্রাণিত করার আশা তারা করতে পারে না।

এবার এলএমজি, ষ্টেনগান, পিস্তল প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্রসহ অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রকাশ্যেই ছাত্রলীগ জাসদ (ইনু) এবং জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এই সময় দুটি হলের কয়েকটি কক্ষ তছনছ করা হয়, যানবাহনে অগ্নিসংযোগ করা হয়। আর গুলীগোলা, বোমাবাজিতে বিশ্ববিদ্যালয় ও আশেপাশে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পরিবেশ পরিষদ গঠিত হওয়ার পক্ষকাল যেতে না যেতেই পূর্বোক্ত দু'টি ছাত্র সংগঠনের মধ্যে নতুন করে সংঘর্ষ প্রমাণ করে যে, সংঘর্ষে লিপ্ত ছাত্রদের কথা ও কাজের মিল নেই।

গতবারের মত এবারও সাংবাদিক সম্মেলন করে উক্ত দু'টি ছাত্র সংগঠনের মুখপাত্ররা পরস্পরের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস ও সশস্ত্র হামলার অভিযোগ এনেছে। উত্তরেই পরস্পরকে ক্ষমতাসীনদের মদতপুষ্ট বলে সরাসরি অভিযুক্ত করেছে।

বাজেটে ছাত্র-বেতন বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ছাত্ররা যখন ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনের পথে নেমেছে তখন ছাত্রদের মধ্যে এই হানাহানির পিছনে কোন কারসাজি নেই একথা পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার আলোকে বিশ্বাস করা কঠিন। তবে আড়কাঠি হিসেবে যারা ব্যবহৃত হচ্ছে এসব ঘটনায়, তাদের দায়িত্ব এজন্য শেষ হয়ে যায় না।

এবার ছাত্র সংঘর্ষে আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রের প্রকাশ্য প্রদর্শনীর নিশ্চয়ই কোন তাৎপর্য রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়ার পাঁয়তারা চলছে। অবস্থা বেগতিক দেখে সিণ্ডিকেটের সভায় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ও ছাত্রদের হল ত্যাগের সিদ্ধান্ত দেয়া হয়। উপাচার্য ওই সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখলেও বিদ্যমান পরিস্থিতিতে পরীক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত পরিবেশ নেই, তাই পরীক্ষা গ্রহণ ২রা জুলাই পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সশস্ত্র ব্যক্তিরা শুধু বহিরাগত, ছাত্রদের কোন অংশের কেউ এই সংঘর্ষ ও হানাহানিতে জড়িত নয়, এমন কথা বলা সত্যের অপলাপ মাত্র।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পরিবেশ পরিষদে অধিকাংশ ছাত্রদের মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে। সুতরাং সেই নৈতিক শক্তিকে অবলম্বন করে পক্ষপাতশূন্যভাবে দোষী ছাত্রদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সাহসিকতার সাথে পরিষদকে এগিয়ে আসতে হবে। সংশ্লিষ্ট ছাত্র সংগঠনগুলোকেও সশস্ত্র ব্যক্তিদের প্রশ্রয় না দেয়ার প্রতিশ্রুতি বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালন করতে হবে। গোঁজামিল দিয়ে কাজ হয় না। সেদিন মুহসীন হলের ঘটনা নিয়ে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে প্রতিপক্ষ ছাত্র সংগঠনকে একতরফা দোষী করে বিবৃতি দেয়া হয়েছিল। তার প্রতিবাদ করেছিল দু'টি হলের সাধারণ ছাত্ররা যারা দলীয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িত নয়।

ক্যাম্পাস থেকে সেদিন সম্মিলিত প্রতিরোধের মুখে অস্ত্রধারীরা হটে যায়। কিন্তু তাদের এই সাময়িক পশ্চাদপসারণ হেতু ছাত্র আন্দোলনকে সুস্থ খাতে প্রবাহিত হওয়ার বিরুদ্ধে চক্রান্তের রাজনীতি যে থেমে নেই নতুন করে সেই দু'টি ছাত্র দলের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ তারই প্রমাণ।

এদের সাথে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলগুলো কোন মতেই এর দায়-দায়িত্ব এড়াতে পারে না। সরকার বিরোধিতার মধ্য দিয়েই শুধু গণতন্ত্রের আদর্শ বাস্তবায়ন হবে এবং নিজেদের আচার-আচরণে গণতন্ত্রের লেশমাত্র থাকবে না এরূপ মানসিকতা শুধু উদ্ভট নয়, একান্তভাবেই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তাই বারংবার ছাত্রদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, তাদের গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা ও আদর্শকে এক উন্মত্ত অন্ধ গলিপথে ঠেলে দেয়া হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখা শুধু শিক্ষক, ছাত্র, কর্মচারী এবং অভিভাবকদের নয়, তার দায়িত্ব সকল রাজনৈতিক দলগুলোরও। এ ক্ষেত্রে তাদের অনেকের উটপাখীসুলভ বক্তৃতা, ভাষণ এবং আচরণ শুধু নৈরাশ্যজনক নয়, ক্ষতিকারকও বটে।

অপরের চোখে ধূলি নিক্ষেপের রাজনীতি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াই হতে পারে না। আমাদের দুর্ভাগ্য, এই ধূলি নিক্ষেপের রাজনীতি, প্রতারণার রাজনীতির কলুষিত ধারা ছাত্রসমাজের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করার চক্রান্ত কখনই সফলভাবে বন্ধ করা যায়নি।

তাই অভাবিত হলেও রহস্যজনক পথে ছাত্ররা বা রাজনৈতিক পরিচয়ের ছাত্র নামধারী দুষ্কৃতকারীরা এবং অব্যাখ্যাত ও সর্বদা অনুদঘাটিত পরিচয়ের 'বহিরাগতরা' বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রকাশ্যেই আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে। শুধু বোমাবাজি আর ছুরিকাঘাতের মধ্যেই সহিংস কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ থাকে না।

নিজেদের অসহিষ্ণু মনোবৃত্তি, আর অগণতান্ত্রিক মানসিকতা আড়ালে রেখে অপরের ত্রুটির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে আকাশবিদীর্ণ করা উচ্চকণ্ঠ ভাষণে সন্ত্রাস ও অস্ত্রের ঝনঝনানি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দূর করা সম্ভব নয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাস এবং আধুনিক থেকে আধুনিকতর অস্ত্রের মহড়া সেই সত্যের নগ্নপ্রকাশ।

এই পরিস্থিতিকে উপলব্ধি করে এবং এই শক্তিকে বিচ্ছিন্ন করেই ছাত্রসংগঠনগুলো এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অস্ত্রের রাজনীতিকে নির্বাসনে পাঠাতে পারেন, বিকল্প কোন পথ নেই। সবকে চোখ ঠেরে গোঁজামিল দিয়ে সমাধানের প্রচেষ্টা যে কতখানি নিষ্ফল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পরিবেশ পরিষদ গঠনের এক পক্ষকালের মধ্যে পরিস্থিতির পূর্বাপেক্ষা অবনতিই তার প্রমাণ।